বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০১২.১৯-৩৫

তারিখঃ ০৫ মাঘ ১৪২৬ / ১৯ জানুয়ারি ২০২০

পরিপত্র-৭

বিষয় : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার, যানবাহন ও নৌযান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণের জন্য স্থাপিত ভোটকেন্দ্রসমূহের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা, ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত, নির্বাচনি কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং একইসংগে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিত করণার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবেঃ

০২। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক যানবাহন ব্যবহার:** ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে নির্দেশনা সম্বলিত পত্র জারি করা হবে। তবে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম তদারকি/পর্যবেক্ষণের স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টগণের ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্ত মাননীয় নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেনঃ

> মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় প্রত্যেকে একটি করে গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন তার নির্বাচনি এলাকায় শুধুমাত্র একটি গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তার নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না।

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় গাড়ি ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত শর্তাধীন গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। উল্লিখিত গাড়ি ব্যবহারের নিমিত্ত রিটার্নিং অফিসার গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তকরতঃ প্রার্থীতপদে উল্লিখিত শর্তাধীনে গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারকারী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি গাড়িতে একটি করে ''প্রার্থী'' বা ''নির্বাচনি এজেন্ট'' সম্বলিত স্টিকার লাগাবেন। চাহিদা মোতাবেক স্টিকার সরবরাহ করা হবে। তাছাড়া অনুমতি পত্রটিও প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের সাথে রাখতে হবে। উল্লিখিত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে। নির্বাচনি এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে রাখবেন।

০৩। **অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া:** নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তাকে উক্ত নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৪। **ডেমো ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত :** ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ইভিএমসমূহ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে ডেমো ভোট গ্রহণ প্রদর্শন করতে হবে। ডেমো ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে ইভিএমসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম (বাংলা বর্ণানুক্রমিক) ও প্রতীক সঠিক আছে কিনা তাও দেখাতে হবে। ইভিএম এর মাধ্যমে শূন্য ভোট নিশ্চিত করে ডামি ভোটারকে ভোট প্রদানের জন্য আহবান করবেন। অতঃপর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে রক্ষিত অডিট কার্ড প্রবেশ করিয়ে তার আঙ্গুলের ছাপ দেয়ার পর ডেমো ভোটের ফলাফল দেখে প্রিন্ট

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

নিবেন এবং উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নিয়ে নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তার কক্ষে মূল ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিবেন। ডেমো ভোটের ফলাফল প্রিন্ট করার পর "পুনরায় ভোট শুরু করুন" বোতামে চাপ দিতে হবে। মূল ভোট গ্রহণের শুরুর পূর্ব পর্যন্ত "ডেমো ভোট" ও "ভোট শুরু" দুটি বোতামই নিস্ক্রিয় থাকবে।

০৫। **ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ দূরত্বের মধ্যে ক্যাম্প স্থাপন না করা:** কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কাউকে ক্যাম্প স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৫(১)(ঘ) বিধিতে বর্ণিত রিটার্নিং অফিসারের এখতিয়ার ক্ষুণ্ন করবে না।

০৬। **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিবিড় টহলদান:** ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সে পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৭। **গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা:** গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং কোন প্রকার সহিংসতা বা নীতি গর্হিত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। **সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা:** নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কতিপয় নৌযান/স্থলযানবাহন যেমন- লঞ্চ ও স্পিড বোট, বেবীট্যাক্সি/ অটোরিক্সা, ট্যাক্সি ক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস, ট্রাক, টেম্পো চলাচলের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রানালয় হতে জারি করা হবে।

০৯। **ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান:** সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আচরণ বিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনি অনিয়ম রোধ এবং তাৎক্ষণিক বিচার কার্য-সম্পাদন ইত্যাদি প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। **বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ:** নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব হতে যাতে অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করেন সে জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবেন।

১১। **ফলাফলের সত্যায়িত কপি সরবরাহ:** নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা শেষে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক উপস্থিত প্রার্থী/এজেন্টকে ভোটগণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী বিতরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভোটগণনার বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এর স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা প্রিজাইডিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

১২। **ভোটের সংখ্যা অংকে ও কথায় লেখা:** ভোটগণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ফরম-ঞ-১ এবং ফরম-ঞ-২ এর ৪ নং কলামে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং ২ ও ৩ নং ক্রমিকে যথাক্রমে বর্ণিত অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা এবং বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভোট গণনার বিবরণীতে কোনরূপ ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া, উপরিলিখন, অনুলিখন, ইত্যাদি করা যাবে না, বিশেষ করে ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না। ভুল সংশোধন একান্তই প্রয়োজন হলে এক টানে কেটে অনুস্বাক্ষর করত নতুনভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে। তবে প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা লিখার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অংকে ও কথায় উভয় ক্ষেত্রে কাটাকাটি/সংশোধন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩। **অনুপস্থিতির বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ:** যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিবরণ লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে।

১৪। **ভোট গণনার বিবরণী টাংগিয়ে দেয়া:** প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্রেই বিধি অনুসারে ভোট গণনা করবেন। ভোট গণনার পর ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক এর একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে বা দর্শনীয় স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। দুই কপি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন। এক কপি নিজের কাছে রাখবেন। এক কপি বিশেষ খাম যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি প্যাকেটে ভরে সংশ্লিষ্ট গানি ব্যাগে রাখবেন।

১৫। **ভোটকেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল অবহিতকরণ:** প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে খুলে সে ভোটকেন্দ্রের ভোটগণনার বিবরণী পড়ে শুনাতে হবে।

১৬। **নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধ:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০টা হতে রাত ১২.০০টা এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২.০০টা হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ সমন্বিতরূপে **৩০ জানুয়ারি ২০২০** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ টা হতে **০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০টা** পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা উহাতে যোগদান করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি উক্ত বিধান লংঘন করলে অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ০৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। বিষয়টি নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। **বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানানো:** কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল অবহিত করার পর একীভুত বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে ''তথ্য/ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র''-এ উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, স্থানীয় প্রেসক্লাব ও স্থানীয় বারের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিকে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১৮। **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নির্বাচনি সামগ্রী পৌঁছানো:** ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্বরিৎভাবে ভোটকেন্দ্র হতে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি সামগ্রী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে।

১৯। **প্রার্থীর উপস্থিতিতে ফলাফল একীভূত করা:** ফলাফল একত্রীকরণের (consolidation) উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করবেন।

২০। **একীভূত বিবরণীর অনুলিপি সরবরাহ:** ফলাফল এর একীভূত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাঁর এজেন্টকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী সরবরাহের স্বীকৃতিস্বরূপ একীভূত বিবরণীর মূলকপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দরখাস্ত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা রিটার্নিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

২১। **বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম এবং অন্যান্য ফরম:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী, নির্ধারিত প্রার্থীদের ফলাফল ফরম সরবরাহ করা হবে। এ সকল ফরম ঘাটতি হলে বা এ সকল ফরমের পরিবর্তে একই নমুনার ফরম কম্পিউটারে তৈরি করেও ফরমের কাজ চালানো যাবে।

২২। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে উল্লিখিত নির্দেশনাবলী যাতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২৩। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬/১/20

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

প্রাপক :

(১) জনাব মোঃ আবুল কাসেম
যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

(২) জনাব মোঃ আবদুল বাতেন
যুগ্মসচিব ও পরিচালক (এনআইডি), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০১২.১৯-৩৫

তারিখঃ ০৫ মাঘ ১৪২৬ / ১৯ জানুয়ারি ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৬. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/ র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১০. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
১১. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৭. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
১৯. পুলিশ সুপার, ঢাকা
২০. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. .....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৩. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপসচিব(চঃদাঃ)/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .....(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট)
৩০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

১৯/১/২০২০

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০